আলাউদ্দীন খান

আলাউদ্দীন খানকে ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রবাদ পুরুষ বললে অত্যুক্তি হয়না । সরোদ, সেতার ও আরও অনেক বাজনা বাজাতে এঁর দক্ষতা খ্যাতির ঈর্ষণীয় শিখর স্পর্শ করেছে । কেবল তাই নয় আদর্শ শিক্ষাগুরু হিসেবেও তাঁর স্থান সবার উপরে ছিল । আলী আকবর খান এবং অন্নপূর্ণা দেবীর ইনি পিতা আর রবিশঙ্কর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত রায়, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, পান্নালাল ঘোষ, রবীন ঘোষ প্রমুখ খ্যাতনামা অনেক শিল্পীর শ্রদ্ধেয় গুরু রূপে তাঁর খ্যতি সর্বমান্য । আলাউদ্দীন নিজেও বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা সংগীত গুরুদের শিষ্য ছিলেন, বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় বিখ্যাত ওস্তাদ ওয়াজির খানের।

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুর গ্রামে ১৮৬২ সালে আলাউদ্দীনের জন্ম । পিতার নাম সরদার হোসেন খান যিনি সাধু খান নামেও পরিচিত ছিলেন । দাদা ফকির আফতাব উদ্দীনের কাছে বালক আলাউদ্দীনের সংগীত শিক্ষার হাতে - খড়ি ।

দশ বছর বয়সে আলাউদ্দীন বাড়ি থেকে পালিয়ে এক যাত্রাদলে যোগ দেন । তখন এইরকম যাত্রাদল গ্রাম বাংলায় নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে যাত্রা অভিনয় করত । এতে শুধু অভিনয় নয়, গান-বাজনাও ভালরকম থাকত । এই দিকটাই বালক আলাউদ্দীনকে আকর্ষণ করেছিল বলে মনে হয় ।

কিছুদিন বাদে আলাউদ্দীন কোলকাতা পৌছলেন । সেখানে প্রখ্যাত গায়ক গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (নুলো গোপাল) তাঁকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন । এই শিষ্যত্ব বারো বছরের জন্য ছিল, কিন্তু সাত বছর পরেই নুলো গোপাল প্লেগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন । আলাউদ্দীন তখন অমৃতলাল দত্তের শিষ্য হলেন । দত্ত মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আত্মীয় ছিলেন আর কোলকাতার বিখ্যাত স্টার থিয়েটারের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন । আলাউদ্দীন এখন থেকেই যন্ত্রসংগীতের প্রতি আগ্রহী হন । এই সময়ে তিনি গোয়ার এক ব্যান্ডমাস্টার মিঃ লোবোর কাছে বেহালাবাদন শেখেন ।

আলাউদ্দীন সরোদের প্রতি আকৃষ্ট হন মুক্তগাছার জমিদার জগৎ কিশোর আচার্যের বাড়িতে এক জলসায় ওস্তাদ আহমেদ আলী খানের বাজনা শুনে । ইনি ছিলেন আসগর আলী খানের (আমজাদ আলী খানের ঠাকুরদা) শিষ্য । আলাউদ্দীন এঁর শিষ্য হলেন আর পাঁচ বছর সরোদ বাদন শিখলেন । এরপর তিনি রামপুর যান, সেখানকার রাজশিল্পী ওয়াজির খান বীণকর, যিনি তানসেনের বংশধর, তাঁর কাছে বাজনা শিখতে । এইভাবে তিনি তানসেন ঘরানার (যার নাম সেনিয়া ঘরানা) শৈলীও শিখলেন। উত্তর ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত সংগীত শিক্ষার পীঠস্থান এই সেনিয়া ঘরানা । এরপর আলাউদ্দীন মধ্যপ্রদেশের মাইহার রাজ্যের রাজা বৃজনাথ সিং - এর দরবারে রাজশিল্পীর মর্যাদা পেলেন ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আলাউদ্দীন খানের ছেলের নাম কী ?
   ক. আমজাদ আলী খান খ. আলী আকবর খান
   গ. বিসমিল্লা খান
2. আলাউদ্দীন খানের গুরুর নাম কী ?
3. গায়ক গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আর কোন নামে পরিচিত ছিলেন ?
   ক. গোপাল ঠাকুর খ. নুলো গোপাল
   গ. নুলো ঠাকুর ঘ. কৃষ্ণ গোপাল
4. আলাউদ্দীন খান কার কাছে সরোদ শেখেন ?

রাজশিল্পী হবার পর ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান ধ্রুপদী সংগীতের মাইহার ঘরানার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনেন । এই ঘরাণা ঊনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু ওস্তাদজীর অবদান এত ব্যাপক আর এত বিশিষ্ট যে সাধারণের মধ্যে এমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে ইনিই এ ঘরানার স্রষ্টা । আসলে এই সময়টাই ভারতীয় যন্ত্র সংগীতের পক্ষে একটা বিরাট পট-পরিবর্তনের সময় । ওস্তাদজী আগে থেকে প্রচলিত বীণা, সুরবাহার ও সুর শৃঙ্গারের সঙ্গে প্রধান কারণ এই যে, যদিও ওস্তাদজী জলসায় সরোদই বাজাতেন আসলে তিনি আরো অনেক বাজনাই বাজাতে জানতেন, আর এই জ্ঞান তাঁর শিক্ষানীতিকে ও শিল্প-ভাবনাকে আরো প্রসারিত করেছিল । পুরোপুরি ভারতীয় যন্ত্র দিয়ে তিনি একটি অর্কেস্ট্রা তৈরি করলেন যার নাম দেওয়া হল 'মাইহার স্ট্রিং ব্যান্ড' । তাঁর দলে আলি আকবর তাঁর কাছে সরোদ শিখলেন আর মেয়ে সুরবাহার । শিষ্য রবিশঙ্কর ও নিখিল ব্যানার্জী সেতার শিখলেন, রবীন ঘোষ বেহালা, আর পান্নালাল শিখলেন বাঁশি । এঁদের মধ্যে রবিশঙ্কর ও আলী আকবর বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করলেন আর সারা বিশ্বে এই ঘরানার প্রচার করলেন । অবশ্য এ কাজ ওস্তাদজী নিজেই শুরু করেছিলেন সেই ১৯৩৪ সালে যখন উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে তিনি বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

১৯১৮ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ওস্তাদজী মাইহারেই ছিলেন । ১৯৫৫ তে তিনি 'মাইহার

কলেজ অফ মিউজিক স্থাপন করেন । ১৯৫২ তে তাঁকে 'সংগীত নাটক পুরস্কার দেওয়া হয় আর ১৯৫৮ ও ১৯৭১ সালে যথাক্রমে পদ্ম ভূষণ ও পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয় ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আলাউদ্দীন খান কোন ঘরানার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিলেন ?
2. পন্ডিত রবিশংকর আলাউদ্দীন খানের থেকে কোন বাদ্যযন্ত্র শিখেছিলেন ?
   ক. সেতার খ. সরোদ
   গ. বেহালা ঘ. বাঁশি
3. আলাউদ্দীন খান কত বছর বেঁচে ছিলেন ?

সাধারণ লোকে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান– এই নামটি শুনলে মনে ভাবে এই কঠোর স্বভাবের বৃদ্ধের কথা, যিনি ১১০ বছর বেঁচে ছিলেন । কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, তাঁর গাম্ভীর্যের আড়ালে ছিল এক কুসুম কোমল হৃদয় । কত যে গল্প আছে তাঁর বিষয়ে – তবলার হাতুড়ি ছুঁড়ে মহারাজকে মারা থেকে বিকলাঙ্গ ভিখারির সেবা করা অবধি । নিখিল ব্যানার্জী বলেছিলেন ওস্তাদজীর রূঢ়তা যেন একটা মুখোশের মত ছিল । জেনেশুনেই তিনি রূঢ় হতেন, যাতে তাঁর শিষ্যরা কোন বিষয়ে ফাঁকি না দেয় । সব সময়ে তাঁর চিন্তা লেগে থাকত যে তাঁর নিজের ঢিলেমি বা প্রশ্রয় তাঁর শিষ্যদের অমনোযোগী আর দুর্বিনীত না করে দেয় । তাই তিনি কড়া হাতে সর্বদা লাগাম ধরে রাখতেন ।

ওস্তাদজী খুব ধর্মপ্রাণ অথচ উদারচেতা মানুষ ছিলেন । নাম ও ধর্মে মুসলমান হলেও তিনি দেবী-সরস্বতী ও মা কালীর ভক্ত ছিলেন । মাইহারে একটি পাহাড়ের চূড়ায় দেবী সরস্বতীর বিখ্যাত পুরানো মন্দির আছে । ভক্ত শিল্পী এই কারণেই মাইহার ছেড়ে কোথাও যাননি, অন্য জায়গা থেকে অর্থের প্রলোভনে তো নয়ই, এমন কি চিকিৎসার জন্যও নয় । সারদাদেবীর পায়ে 'মৃত্যু' তার কাছে অন্য জায়গায় 'জীবনের' চেয়েও প্রিয় ছিল । প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রতিদিন তিনি কালীপূজাও করতেন, নামাজও পড়তেন । সত্যিকারের যিনি শিল্পী, তিনি ধর্মের সঙ্কীর্ণতার বদলে উদারতাই মানেন, ওস্তাদজী ছিলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ ।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে তিনি মদনমঞ্জরী দেবীকে (জন্ম ১৮৮৮) বিয়ে করেন । এক ছেলে আলী আকবর (সরোদ বাদক) আর তিনটি মেয়ে হয় — সারিজা, জাহানারা আর অন্নপূর্ণা । সারিজার বিয়ের পর তাঁর শাশুড়ী তাঁর তানপুরা ভেঙে দেন । তাই ওস্তাদজী ঠিক করেন অন্য মেয়েদের কিছু শেখাবেন না । কিন্তু অন্নপূর্ণা এতই মেধাবী ও প্রতিভাময়ী ছিলেন যে ওস্তাদজী তাঁর আগ্রহের তীব্রতা দেখে মত বদলান । অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে রবিশঙ্করের বিয়ে হয় । তবে পরবর্তী কালে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায় ।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
>
> 1. আলাউদ্দীন খানের সহধর্মিনীর নাম কী ছিল ?
> 2. তোড়ি রাগটি কার সৃষ্টি ?
>   ক. আলী আকবর খান খ. আলাউদ্দীন খান
>   গ. ওস্তাদ ওয়াজির খান ঘ. অন্নপূর্ণা দেবী
> 3. 'রাগ তথ্যচিত্রটি কে তৈরি করেছিলেন ?

ওস্তাদজী এমন সব রাগ রাগিণী পছন্দ করতেন যাকে বলা হয় 'সঙ্কীর্ণ' রাগ বা মিশ্র রাগ। এতে দুই বা তার চেয়ে বেশি রাগ মেশানো থাকে। এই রকম অনেক রাগ তিনি নিজে তৈরি করেছেন। সে গুলির নাম ঃ অর্জুন, ভগবতী, ভীম, ভুবনেশ্বরী, চন্ডিকা, ধবলশ্রী, ধনকোষ, দীপিকা, দুর্গেশ্বরী, গান্ধী, গান্ধী বিলাওল, হৈমন্তী, হেম -বেহাগ, হেমন্ত, হেমন্ত - ভৈরব, ইমনিমঞ্জ, জৌনপুরী, তোড়ি, কেদারমঞ্জ, কোমল ভীমপলশ্রী, কোমল মাড়োয়া, মদনমঞ্জরী, মাধবশ্রী, মাধবগিরি, মলয়, মঞ্জখাম্বাজ, শেখবাহার, মোহম্মদ, নটখাম্বাজ, প্রভাকলি, রাজবিজয়, রাজশ্রী, শোভাবতী, শুভাবতী, সুগন্ধা ও সরস্বতী ।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জীবন্ত কিংবদন্তী এই মহান শিল্পীর জীবন নিয়ে তাঁর জীবিতকালেই হাওয়ার্ড ওয়র্থ একটি তথ্য চিত্র 'রাগ' (১৯৭১) নির্মাণ করেন । তথ্য-চিত্রটি উচ্চ প্রশংসিত হয় ।

জেনে রাখো

মার্গ সংগীত	—	সংগীতের খাঁটি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি
প্রবাদপুরুষ	—	খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি
অত্যুক্তি	—	অতিরঞ্জিত বর্ণনা
দক্ষতা	—	ক্ষমতা
ঈর্ষণীয়	—	যা ঈর্ষারি বিষয়
শিখর	—	চূড়া, উপরিভাগ
প্রথিতযশা	—	বিপুল কীর্তি সম্পন্ন
পীঠস্থান	—	সুপ্রাচীন দেবালয়
মর্যাদা	—	সম্মান, গৌরব

ঘরানা	—	পুরুষানুক্রমিক ভাবে অনুশীলিত
স্রষ্টা	—	সৃষ্টি যে করে
অর্কেস্ট্রা	—	বাদ্যযন্ত্র
গাম্ভীর্য	—	গম্ভীরতা
কুসুম	—	ফুল
দুর্বিনীত	—	অভদ্র
লাগাম	—	সংযম
প্রলোভন	—	লোভ জনক বিষয়
প্রত্যক্ষদর্শী	—	সাক্ষাৎ দর্শনকারী
জ্বলন্ত	—	জ্বলছে এমন
কিংবদন্তী	—	জনশ্রুতি
তথ্যচিত্র	—	প্রমাণিত বিষয়ের ছবি ।

পাঠবোধ

খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি লেখো

1. সাধুখানের আর এক নাম .... ছিল ।
(সরদার হোসেন খান, সরদান হাসান খান)

2. .... আসগর আলী খানের শিষ্য ছিলেন ।
(আমজেদ আলী খান, আলাউদ্দীন খান)

3. তানসেন ঘরানা .... নামেও পরিচিত ছিল ।
(সেনিয়া ঘরানা, মাইহার ঘরানা)

4. অন্নপূর্ণা .... এর মেয়ে ।

(আলী আকবর খান, আলাউদ্দীন খান)

5. 'মাইহার কলেজ অফ মিউজিক'.. সালে স্থাপিত হয় ।

(1955, 1965)

6. সংকীর্ণ রাগকে .... রাগও বলা হয় ।

(মিশ্র, জটিল)

7. হাওয়ার্ড ওয়র্থ -র তথ্যচিত্র 'রাগ' .... সালে তৈরি হয় ।

(1961, 1971)

অতি সংক্ষেপে লেখো

8. আলাউদ্দীন খান কে ছিলেন ?
9. কোথায় এবং কত সালে আলাউদ্দীন খানের জন্ম হয় ?
10. আলাউদ্দীন খানের বাবার নাম কী ছিল ?
11. আলাউদ্দীন খানের সংগীত শিক্ষার হাতে খড়ি কার কাছে হয় ?
12. যাত্রাদলের কোন বিশিষ্টতা আলাউদ্দীন খানকে আকৃষ্ট করেছিল ?
13. আলাউদ্দীন খান কবে এবং কোন দলের সঙ্গে বিশ্ব ভ্রমণে যান ?
14. মাইহারে তিনি কতদিন ছিলেন ?
15. 'মাইহার কলেজ অফ মিউজিক' কে স্থাপন করেন ?
16. আলাউদ্দীন খান কোন হিন্দু দেবদেবীর ভক্ত ছিলেন ?
17. আলাউদ্দীন খান তাঁর ছোট দুই মেয়ে জাহানারা ও অন্নপূর্ণাকে কেন কিছু শেখাতে চাননি ?
18. হাওয়ার্ড ওয়র্থ - র তথ্যচিত্র 'রাগ' কার জীবন নিয়ে তৈরি ?

সংক্ষেপে লেখো

19. অমৃতলাল দত্ত কে ছিলেন ?

20. আলাউদ্দীন খান কিভাবে যন্ত্রসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন ?

21. আলাউদ্দীন খান বেহালা বাদন কার কাছে শেখেন ? তিনি কোথাকার লোক ছিলেন ?

22. আলাউদ্দীন খান সরোদের প্রতি আকৃষ্ট কি ভাবে হলেন ?

23. আলাউদ্দীন খান কোন্ রাজার দরবারে রাজশিল্পী হওয়ার মর্যাদা পেলেন ?

24. 'মাইহার স্ট্রিং ব্যান্ড' কী এবং কার তৈরি ?

25. আলাউদ্দীন খানের কয়েকজন শিষ্যের নাম বলো ও তাঁরা তাঁর কাছে কোন্ বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষা নিয়েছিলেন সে কথাও লেখো ।

26. আলাউদ্দীন খান কোন্ কোন্ পুরস্কার ও উপাধিতে ভূষিত হন ?

27. মাইহার থেকে আর অন্য কোথাও আলাউদ্দীন খান যেতে চাননি কেন ?

28. সংকীর্ণ বা মিশ্র রাগ সম্বন্ধে লেখো ।

29. আলাউদ্দীন খানের সৃষ্ট কয়েকটি রাগের নাম লেখো ।

বিস্তারিতভাবে লেখো

30. আলাউদ্দীন খানকে ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রবাদ পুরুষ কেন বলা হয় ?

31. সংগীত জগতে আলাউদ্দীন খানের কয়েকটি বিশেষত্বের কথা লেখো ।

32. আলাউদ্দীন খানের চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি সম্বন্ধে লেখো । শিষ্যদের প্রতি তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল ?

33. আলাউদ্দীন খান ছিলেন ধর্মের সংকীর্ণতা থেকে একেবারে উপরে । এ বিষয়ে তাঁর জীবনী থেকে যা জানতে পারো লেখো ।

34. আলাউদ্দীন খানের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যা জানো লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো

কালি, কালী,	কৃতি, কৃতী	শারদা, সারদা
তথ্য, তত্ত্ব,	পুরুষ, পরুষ	অবদান, অবধান

2. **বহুপদের একপদে পরিবর্তন করো**

যার দ্বিতীয় নেই	যিনি শুভক্ষণে জন্মেছেন
একই গুরুর শিষ্য	যা অন্য ব্যক্তিতে সামান্য নয়
প্রিয় বলে যে	শত অব্দের সমাহার

3. **সমাসবদ্ধ করো ও সমাসের নাম লেখো**

দশ আনন যার	যিনি রাজা তিনিই ঋষি
অহঃ ও রাত্রি	মন দ্বারা গড়া
চন্ডীর দাস	সাতটি দিনের সমাহার

আলোচনা করো

আমাদের দেশের মহান শিল্পসম্ভার সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যকলা, চিত্রকলা প্রভৃতিকে বর্তমান প্রজন্ম দূরে সরিয়ে রেখে বিদেশীর নিম্নমানের কুরুচিপূর্ণ নৃত্য-গীতকে গ্রহণ করতে আগ্রহী । এ বিষয়টি নিয়ে তোমরা ক্লাসে আলোচনা করতে পারো অথবা স্কুলে বাদ-বিবাদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারো।

করতে পারো

1. দেশের মহান শিল্পীদের জীবনী সংগ্রহ করে পড়তে পারো ।
2. ভারতীয় মার্গ সংগীত শুনতে পারো । শুনতে শুনতেই আগ্রহ বাড়ে ।
3. একবার তোমাদের ছুটিতে সংগীতের তীর্থক্ষেত্র 'মাইহার' বেড়াতে যেতে পারো ।